মধ্যবাড্ডায় দেড় বছরের শিশু ছিনতাইকারীর গুলিতে নিহত

কাগজ প্রতিবেদক: রাজধানীর মধ্য বাড্ডায় গতকাল দিনদুপুরে অস্ত্রধারীদের গুলিতে নওশীন নামে দেড় বছরের অবুঝ শিশু খুন হয়েছে। ওই ঘটনায় স্থানীয় রড সিমেন্ট ব্যবসায়ী তারেক হোসেন পলাশ (২০) গুলিতে আহত হয়। অস্ত্রধারীরা ব্যবসায়ী পলাশের কাছ থেকে নগদ ৩৩ হাজার টাকা কেড়ে নিয়েছে। অবশ্য পুলিশ বলেছে, ছিনতাইকালে শিশু মারা গেছে। শিশু খুন ও ছিনতাইয়ের ঘটনায় গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। গতকাল দুপুর সোয়া ১টায় একটি বেবিট্যাক্সিতে চড়ে ১১১, মধ্যবাড্ডা মা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট এর সামনে এসে ৪ অস্ত্রধারী নামে। অস্ত্রধারী যুবকরা রাস্তার পশ্চিম পাশে ট্যাক্সি রেখে রাস্তা অতিক্রম করে মাসুদ এন্টারপ্রাইজের মালিক পলাশকে খোঁজ করে। তখন পলাশ পাশের মা হোটেলে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। খাওয়ার শেষ পর্যায়ে অস্ত্রধারী যুবকরা পলাশকে হোটেলে দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়ে। যুবকরা গিয়ে পলাশের ২ পাশে বসে। এ সময় পলাশ হাত ধুয়ে উঠে ম্যানেজারের দিকে যাওয়ার সময় এক যুবক পলাশের চুল ধরে টেনে টুলে বসিয়ে দেয়। অন্যরা তার পাঁজরের ২ পাশে অস্ত্র ঠেকিয়ে হাতিয়ে নগদ ৩৩ হাজার টাকা কেড়ে নেয়। যুবকরা হোটেল থেকে বেরিয়ে ফুটপাত থেকে রাস্তায় নামলে এলাকার লোকজন চিৎকার ও ধাওয়া দেয়। এ সময় যুবকরা ফিরে দাঁড়িয়ে হোটেল ও রেন্ট-এ- কারের দোকান লক্ষ্য করে গুলি চালায়। গুলি এসে পলাশের বামপায়ের হাঁটুতে এবং নওশীনের মাথায় বিদ্ধ হয়। ঘটনাস্থলে নওশীনের মৃত্যু ঘটে। যুবকরা দৌড়ে অপেক্ষমাণ বেবিট্যাক্সিতে উঠে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

নিহত শিশু নওশীনের বাবা গার্মেন্টিস ইনস্টুম্যান্ট ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম জানান, তার বড় ছেলে সাকিব (১৩) কে স্কুল থেকে আনার জন্য ১১১, মধ্যবাড্ডার বাসা থেকে নওশীনকে কোলে নিয়ে বের হন। তিনি তার ছোট ভাই শাহিনের মা রেন্ট-এ কারের দোকানের সামনে এলে নওশীনের মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়। এদিকে আহত রড সিমেন্ট ব্যবসায়ী পলাশ জানান, তার বাসা ৮, মুগদাপাড়ায়। মধ্যবাড্ডা হোসেন মার্কেট এলাকায় মাসুদ এন্টারপ্রাইজ নামে তার রড সিমেন্টের দোকানে ক'দিন আগ থেকে ছিনতাইকারীরা টার্গেট করে। গতকাল তারাই হামলা করেছে বলে তিনি দাবি করেন।

এদিকে নজরুল ইসলাম ও ভাই শাহীন নওশীন এবং পলাশকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে নওশীনকে মৃত ঘোষণা করে ডেড হাউজে পাঠানো হয় এবং পলাশকে ভর্তি করেন।

এ ব্যাপারে গতকাল সন্ধ্যায় বাড্ডা থানায় যোগাযোগ করা হলে পুলিশ জানায়, অফিসার ঘটনাস্থল অর্থাৎ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রয়েছেন, সে আসলে মামলা দায়ের হবে। এ ঘটনায় কেউ গ্রেফতার বা আটক হয়নি।